আমাদের সময়
বৃহস্পতিবার
১ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩

North South University Library ★1992★

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে হাজারের ঘরে দেশের ৪ বিশ্ববিদ্যালয়

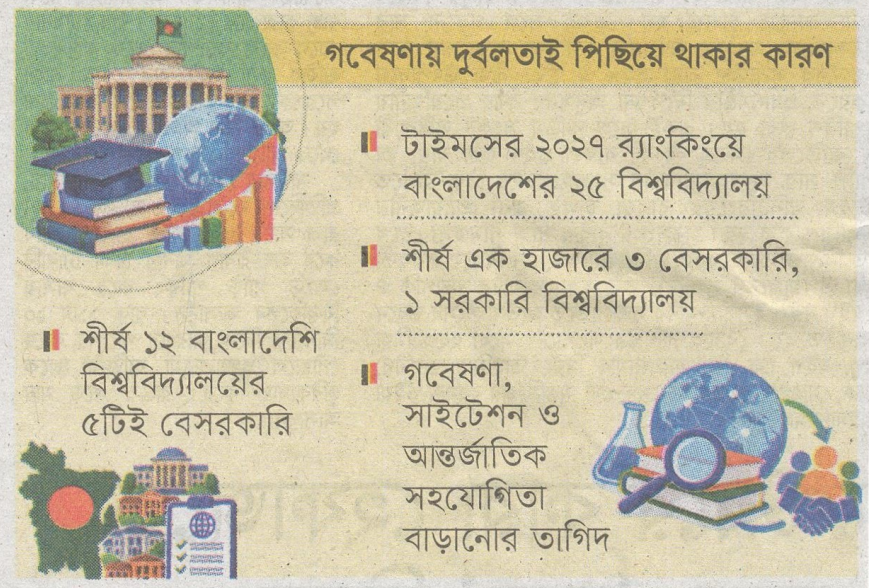
এম এইচ রবিন ●

বিশ্ববিদ্যালয় আছে, শিক্ষার্থী আছে, শিক্ষকও আছেন; কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপস্থিতি এখনও সীমিত। ফলে বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতা তথা র‍্যাংকিংয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান ঘুরপাক খাচ্ছে হাজারের ঘরে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক টাইমস হায়ার এডুকেশনের ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২৭-এ দেশের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেলেও শীর্ষ এক হাজারে জায়গা হয়েছে মাত্র চারটির। অন্যদিকে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে অংশ নিয়েও মূল তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এতে আন্তর্জাতিক মানে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার কাঠামোগত দুর্বলতার চিত্রই সামনে এসেছে।

সদ্য প্রকাশিত টিআইএমস হায়ার এডুকেশনের তালিকা থেকে এসব তথ্য জানা যায়। এবারের র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের ১১৮টি দেশ ও অঞ্চলের ২ হাজার ২৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে।

টাইমসের প্রতিবেদনে দেখা যায়, তালিকায় ৮০১-১০০০ ব্যান্ডে রয়েছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)। অর্থাৎ শীর্ষ এক হাজারে মাত্র তিনটি বেসরকারি এবং একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে।

১০০১-১২০০ ব্যান্ডে রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ২



(প্রথম পৃষ্ঠার পর) (ব্র্যাক), গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি), যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি)।

এর পরের ১২০১-১৪০০ ব্যান্ডে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ), মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাভাবিপ্রবি), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) রয়েছে।

১৪০১-১৬০০ ব্যান্ডে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি), নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি), রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) রয়েছে। ১৮০১-২০০০ ব্যান্ডে রয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (ইডব্লিউইউ) ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)।

গবেষণাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা : টিআইএমস র‍্যাংকিং শুধু শিক্ষার মান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ধারণ করে না। পাঁচটি মূল ক্ষেত্রে ১৮টি সূচকে মূল্যায়ন করা হয়- শিক্ষাদান, গবেষণা পরিবেশ, গবেষণার মান, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিল্প খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। এর মধ্যে গবেষণা পরিবেশের ২৯ শতাংশ এবং গবেষণার মানের ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ গবেষণাসংশ্লিষ্ট দুই স্তরেই মোট ৫৯ শতাংশ গুরুত্ব রয়েছে। গবেষণার মান নির্ধারণে সাইটেশন, গবেষণার শক্তি, উৎকর্ষ ও প্রভাব বিবেচনা করা হয়।

এ বাস্তবতায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গবেষণার পরিমাণের পাশাপাশি গবেষণার মান ও আন্তর্জাতিক প্রভাব বাড়ানো। শুধু নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রম, পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলে বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে অবস্থান বদলানো কঠিন। গবেষণায় পর্যাপ্ত অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশনা, সাইটেশন বাড়ানো, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা এবং গবেষণার ফল শিল্পে প্রয়োগ- এসব ক্ষেত্রেই এখন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. এ কে আজাদ চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, র‍্যাংকিংয়ে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আসাকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখা গেলেও হাজারের ঘরের অবস্থানকে চূড়ান্ত সাফল্য হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং কোন সূচকে দুর্বলতা রয়েছে, কেন গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রভাব তৈরি হচ্ছে না এবং কীভাবে বিদেশি শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো যায়, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন।

এই শিক্ষাবিদের মতে, দেশের শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশাও এখন শুধু দেশীয় সনদে সীমাবদ্ধ নেই। তারা এমন বিশ্ববিদ্যালয় চায়, যেখানে বিশ্বমানের শিক্ষক, আধুনিক গবেষণাগার, আন্তর্জাতিক গবেষণার সুযোগ, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান তৈরির পরিবেশ থাকবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা যেন বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়- এটিও শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশা।

ইউজিসির সাবেক এই চেয়ারম্যানের পরামর্শ, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে টিকে থাকতে তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আলাদা র‍্যাংকিং সেল বা কাগুজে প্রস্তুতির চেয়ে মূল একাডেমিক সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে যেতে হবে। গবেষণা তহবিল বৃদ্ধি, মেধাবী গবেষক ধরে রাখা, পিএইচডি ও পোস্টডক্টরাল গবেষণার সুযোগ বাড়ানো, আন্তর্জাতিক সহ-লেখকত্ব, সাইটেশন এবং গবেষণার বাণিজ্যিক প্রয়োগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব এবং শিল্প খাতের সঙ্গে গবেষণা চুক্তিও বাড়াতে হবে।

কারণ বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতায় শুধু র‍্যাংকিংয়ে নাম তোলাই লক্ষ্য নয়; সেই অবস্থান ধরে রেখে ধাপে ধাপে ওপরে উঠার সক্ষমতাই শেষ পর্যন্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক মানের পরিচয় হয়ে ওঠে। এবারের তালিকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। শীর্ষ ১২ বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এআইইউবি, ডিআইইউ, এনএসইউ, ব্র্যাক ও আইইউবিএটি। আইইউবিএটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নবম এবং বেসরকারিগুলোর মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।